আরামবাগ হাসপাতালে অসুস্থ মা, তিন মাস দেখা নেই মেয়েদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হাসপাতালে ভর্তি করেই দিয়েই দায় সেরেছেন দুই মেয়ে। তিন মাস পার হয়ে গেলেও দেখা নেই তাঁদের। আর তাই হাসপাতালের বেডে শুয়ে কেঁদে চলেছেন অসুস্থ বৃদ্ধা মা। ঘটনাটি হুগলির আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালের। ওই বৃদ্ধা মায়ের নাম রেখা দত্ত। তাঁর আদিবাড়ি পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানার ধামাস গ্রামে। তবে যাত্রাশিল্পে অভিনয়ের জন্য তিনি ও তাঁর স্বামী অমিয় দত্ত গোঘাটের কামারপুকুরে দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। তাঁদের দুই মেয়ে। দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। একজনের আসানসোলে, অন্যজনের বর্ধমানে। বছর তিনেক আগে স্বামী অমিয়বাবু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তারপরেও কিছুদিন রেখাদেবী যাত্রায় অভিনয় করেছিলেন। এরপর তিনি কামারপুকুরের ভাড়াবাড়িতে একাই থাকতেন। মেয়েরা মাঝে মাঝে সেখানে যাতায়াত করতেন। কিন্তু জানুয়ারি মাস নাগাদ পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পান রেখাদেবী। তিনি সুগারের রোগী ছিলেন। তারপর পায়ে আঘাত লেগে তিনি আরও বেশি করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতলে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও তিনি সুস্থ না হয়ে ওঠায় তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর দুই মেয়েই প্রথমে কিছুদিন তাঁকে হাসপাতালে দেখতে আসতেন। মায়ের জন্য তাঁরা একজন আয়ারও ব্যবস্থা করেছিলেন। ছবি মল্লিক নামে ওই বৃদ্ধা আয়াই রেখাদেবীকে মাসিক চুক্তিতে দেখাশোনা করতে শুরু করেন। কিন্তু প্রথম মাসের টাকা ছাড়া তিনি আর কিছু পাননি। মেয়েরাও প্রায় ৩মাস আর কোনও যোগাযোগ রাখেননি। অসুস্থ মা কেমন আছেন তার খোঁজ নেননি। তবুও বর্তমানে ওই বৃদ্ধা আয়াই রেখাদেবীর একমাত্র সম্বল। ছবিদেবী জানান, গত তিনমাসে মেয়েরা কেউ আসেনি। ফলে তিনিও টাকা পাননি। এখন বিনা টাকাতেই তিনি রেখাদেবীকে দেখাশোনা করে চলেছেন। তিনি বলেন, যদি ঠিকানা জানা থাকত তা হলেও না হয় রেখাদেবীকে তাঁদের মেয়েদের বাড়িতে পৌঁছে দিতাম। কিন্তু কোনওভাবেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এই ঘটনায় রেখাদেবীও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নিজের মেয়েরাও যে তাঁর কোনও খোঁজ রাখবেন না তা তিনি চিন্তাও করতে পারছেন না। এখন হাসপাতালের অন্যান্য রোগীর আত্মীয় পরিজন আর বৃদ্ধা আয়া ছবিকে নিয়েই তিনি সময় কাটাচ্ছেন। তবুও তাঁর আশা মেয়েরা নিশ্চয় আসবেন। তাই তিনি সবসময় তাঁদের আসার পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

আরামবাগে দুটি দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগে দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিনজনের। মৃতরা হলেন কাশীনাথ সরকার (৬০), উত্তম পণ্ডিত (৩৪) এবং গণেশ খাঁ (৩০)। কাশীনাথের বাড়ি গোঘাটের বালিবেলা গ্রামে। তিনি একটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি করতেন। পাশাপাশি তিনি গৃহশিক্ষকতাও করতেন। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও তাঁর এক ছেলে আছে। জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো রবিবার রাতে আরামবাগের দৌলতপুর এলাকায় টিউশনি পড়িয়ে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন পল্লীশ্রী মোড়ের কাছে একটি লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। অন্যদিকে সোমবার ভোরে আরামবাগের পুড়ার বাসিন্দা উত্তম ও গণেশ একটি ছোট ট্রাক নিয়ে বর্ধমানে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দুজনেই মুরগি ব্যবসায়ী। বর্ধমান থেকে মুরগি আনার জন্য যাচ্ছিলেন। আরামবাগের ২২মাইলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে তাঁদের ট্রাকটি ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন উত্তম ও গণেশ। তাঁদেরকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। জানা গেছে, উত্তমের দুটি ছেলে ও গণেশের একটি ছেলে আছে।

১৭ বছরে ১৪বার বদলি, স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ এক আধ বার নয়, ১৭ বছরের চাকরি জীবনে ১৪ বছর বদলি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের রিলিফ ডিপার্টমেন্টের কর্মী অরুণাভ ব্যানার্জীকে। অরুণাভবাবুর বাড়ি হুগলির চুঁচুড়া থানার ওলাইচণ্ডীতলায়। রাজ্য সরকারের অধীন এই চাকরির প্রতি তাই এখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন অরুণাভবাবু। তাঁর অভিযোগ, তিনি রাজনীতির শিকার হয়েছেন। তাই বাধ্য হয়ে তিনি হুগলি জেলাশাসকের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানিয়েছেন। অরুণাভবাবু বর্তমানে আরামবাগ মহকুমার গোঘাট-২নং ব্লকে কর্মরত। তাঁর বক্তব্য, বাড়িতে রয়েছেন অসুস্থ মা, বিধবা দিদি ও প্রতিবন্ধী ভাগ্না। এর আগেও তিনি আরামবাগ মহকুমায় ছিলেন। কিন্তু এখন আর পারছেন না। প্রতিদিন প্রায় ৭-৮ ঘন্টা যাতায়াত। পুরো সংসারের দায়িত্ব অরুণাভবাবুর হাতে। পরিবারের পাশে থাকতে গিয়ে এখনও অবিবাহিত রয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, চাকরিটুকুই আমার একমাত্র সম্বল। সরকারি এই চাকুরির প্রতি ভরসা করেই মায়ের ওষুধ থেকে শুরু করে দিদি ও ভাগ্নাকে নিয়ে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু চাকরি জীবনে এত মানসিক অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছেন না। তাঁর হয়ে একবার চুঁচুড়া-মগরা ব্লকের বিডিও জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর এই বদলি হওয়া আটকানো যায়নি। এমনকি তিনি ও তাঁর দিদি এবিষয়ে বার বার নবান্ন থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। তাঁর দাবি, তিনি কিছু অফিসারের অনৈতিক কাজ সমর্থন করেন না বলেই তাঁকে এভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফেসবুক মেসেঞ্জারের মাধ্যমে জানিয়েছেন বলেও জানালেন। কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তর না মেলায় তিনি বাধ্য হয়েই জেলাশাসকের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানিয়েছেন। অন্যদিকে এবিষয়ে অরুণাভবাবুর দিদি বলেন, ভাইয়ের প্রতি বছরের পর বছর অন্যায় হচ্ছে। তাই সে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানাতে বাধ্য হয়েছে।

সম্প্রীতি ঃ রোজা রাখছেন হিন্দু যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ সারা দেশ জুড়ে যখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগ উঠছে তখন হুগলির গোঘাটে দেখা গেল এক সম্প্রীতির ছবি। হিন্দু এক যুবক মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মতোই রোজা রেখে চলেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতেই তিনি রোজা রাখছেন বলে জানিয়েছেন গোঘাটের বেঙ্গাই অঞ্চলের সেনাই গ্রামের সুদীপ ঘোষ। তিনি এলাকায় তৃণমূল ছাত্র নেতা হিসাবে পরিচিত। এছাড়াও বর্তমানে তিনি বেঙ্গাই অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের কর্মী। রাজনৈতিক কাজে তিনি সবসময়ই তাঁর সহকর্মী সাইফুল ইসলামের সঙ্গে থাকেন। সাইফুলের বাড়ি আরামবাগের কাঁটাবনী এলাকায়। তিনি কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠে শিক্ষকতা করেন। সাইফুল জানান, আমরা দুজনে সবসময়ই রাজনৈতিক কাজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই। একজনদের অনুষ্ঠানে অন্যজন উপস্থিত থাকি। ফলে দুই ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা। দুই বাড়িতেই আমাদের যাতায়াত। তাই হঠাৎই সুদীপ রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমি বাধা দিইনি। অন্যদিকে সুদীপ জানান, সাইফুলের কাছ থেকে সমস্ত নিয়ম কানুন জেনে নিয়েই আমি রোজা রেখে চলেছি।

ইচ্ছা আছে মাসের যতদিন পারব রোজা রাখব। আমি চাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ুক। এই বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার কোনও স্থান নেই। এই বার্তা দিতেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বেআইনিভাবে মাটি কাটা বন্ধ করলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বেআইনভাবে মাটি কেটে বিক্রি করার প্রতিবাদে মাটিসহ ট্রাক্টর আটকে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বর থানার বালিগোড়ি অঞ্চলের কলাপুকুর গ্রামে। কলাপুকুরগ্রামে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সামনে একটি পুকুর থেকে বেশ কিছুদিন ধরে বেআইনভাবে মাটি বিক্রি করছে বলে অভিযোগ মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই বিক্রি হচ্ছে মাটি। এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসী থেকে পঞ্চায়েত সদস্যর। আরও অভিযোগ যে, মাটি কাটার ফলে ক্ষতি হচ্ছে স্কুলের সীমানা, গ্রামের রাস্তাঘাট। বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল পাননি। অবশেষে গ্রামের মানুষ এক হয়ে চারটি মাটি ভর্তি ট্রাক্টর আটকে দেন। ফলে মাটি কাটা বন্ধ হয়ে যায়। এব্যাপারে গ্রামের মানুষ প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি করেছেন।

‘আর্থিক লিপি’ পত্রিকার খবরের জের
স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ট্রান্সফরমা

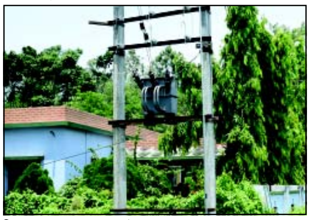

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ ‘আর্থিক লিপি’র খবরের জেরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুতের সমস্যা মেটাতে বসানো হল নতুন ট্রান্সফরমা। এরফলে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আর বিদ্যুতের সমস্যা রইল না। ঘটনাটি হুগলির গোঘাট ১নং ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। উল্লেখ্য, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা শুরু হয়। গোঘাটের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র হল গোঘাট-১নং ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বাম আমলের শেষ দিকে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পরিষেবা একেবারে তলানিতে পৌঁছে গিয়েছিল। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর এটিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়। ১০টি শয্যাবিশিষ্ট অন্তর্বিভাগ চালু হয়। এরপর থেকেই এলাকার মানুষ আরও বেশি করে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বিদ্যুৎ সমস্যায় ভুগতে শুরু করে। এরফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হতে থাকে। বিষয়টি বিদ্যুৎদপ্তরকে বার বার জানানো হলেও তারা কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাই বাধ্য হয়ে জরুরি পরিষেবা চালু রাখতে জেনারেটোরের ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুতের যে লাইন তার ক্ষমতা খুবই কম ছিল। এরফলে ইনভার্টারে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। এদিকে এখন ঝড়বৃষ্টির সময়। লোডশেডিং হলে ইনভার্টারের প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যুৎ সঞ্চয় না হওয়ায় তাতে কোনও কাজ হচ্ছিল না। ফলে পর্যাপ্ত বিদ্যুতের অভাবে একদিকে যেমন রোগীদের সঠিক ও সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার সমস্যা হচ্ছিল তেমনি অন্যদিকে বহুমূল্যবান ওষুধ ও ভ্যাকসিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। এই বিষয়টি সম্প্রতি ‘আর্থিক লিপি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপরেই টনক নড়ে গোঘাট বিদ্যুৎ দপ্তরের। তড়িঘড়ি ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে একটি ট্রান্সফরমা বসানো হয়। এরফলে আর বিদ্যুতের কোনও সমস্যা রইল না। এবিষয়ে গোঘাট বিএমওএইচ ডাঃ শুভ ভট্টাচার্য বলেন, এটা খুবই খুশির খবর। বিদ্যুতের প্রয়োজন মিটে যাওয়ায় এবার রোগীদের পরিষেবা দিতে অনেক সুবিধা হবে।

অটো থেকে তোলা আদায়, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

সুভাষ মজুমদার, তারকেশ্বর ঃ অটো চালাতে ইউনিয়নকে প্রতিদিন দিতে হয় ৩০ টাকা। অন্যদিকে অটো চালাতে গেলে গাড়ি প্রতি আরও ২০টাকা দাবি করছেন এক তৃণমূল নেতা। এই ঘটনায় নাজেহাল প্রায় ৭০জন অটোচালক। তাই তাঁরা অটো চালানো বন্ধ করে প্রতিবাদে পথে নামলেন। অভিযোগ, তারকেশ্বর-পিয়াসাড়া বা তারকেশ্বরের যেকোনও রাস্তায় অটো চালাতে গেলে তারকেশ্বর ইউনিয়নকে প্রতি গাড়ি পিছু ৩০ টাকা দিতে হয়। অন্যদিকে পিয়াসাড়ার তৃণমূল নেতা সেখ আকাশ দাবি করেছেন তাঁকে গাড়ি প্রতি ২০ টাকা দিতে হবে। তবেই গাড়ি চালানো যাবে। অটোচালকদের বক্তব্য, প্রতিদিন যদি এভাবে ৫০ টাকা দিতে হয় তাহলে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়বে। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে অটো বন্ধ করে প্রতিবাদের পথে না নামলেন। প্রথমে তাঁরা তারকেশ্বর থানায় মৌখিক অভিযোগ করেন। কোনও সমাধান না হলে তাঁরা অটো চালানো পুরোপুরি বন্ধ করে দেবেন বলে জানিয়েছেন অটো চালকরা। অন্যদিকে তৃণমূল নেতা আকাশ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তারকেশ্বর ইউনিয়ন প্রতিদিন গাড়ি পিছু যে টাকা নেয় সেটা বন্ধ করার জন্য আমি নিজেই প্রতিবাদ করছি। অটোচালকদের পাশে আছি। ইউনিয়ন টাকা নেওয়া বন্ধ করলে তবেই অটো চলবে। যদিও এবিষয়ে অটো ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তৃণমূল সদস্যের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ পঞ্চায়েত ভোট মিটতেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল। হুগলির শ্রীরামপুরের পিয়ারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য নিমাই মণ্ডলের বিরুদ্ধে দাদাগিরি ও তোলাবাজির অভিযোগ তুলে সরব হল তৃণমূলেরই লোকজন। অভিযোগ, এলাকার কলকারখানা থেকে জোর করে তোলা আদায় করা হচ্ছে। তাই পিয়ারাপুর পঞ্চায়েত সদস্য নিমাই মণ্ডলকে গ্রেফতারের দাবিতে পিয়ারাপুর পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের লোকজন। অঞ্চল সভাপতি সুদর্শন বরের নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরা সকাল থেকে ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। একজন সাধারণ সদস্য হয়েও নাকি প্রচুর বেহিসাবি সম্পত্তি করেছে নিমাই, অভিযোগ তৃণমূল কর্মীদের। এমনকি অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করলে মারধরের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পুলিশকে জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না। অভিযোগ, নিমাইয়ের অনৈতিক কাজে প্রশ্রয় দিচ্ছে পিয়ারাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। ফাঁড়ির ইনচার্জকেও সরানোর দাবি জানান তৃণমূল নেতা সুদর্শন বর।

বন্ধ জুটমিল ঃ আন্দোলনে বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে হুগলির চন্দননগর গোন্দলপাড়া জুট মিল খোলার বিষয়ে প্রশাসন যদি ব্যবস্থা না নেয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বিজেপি। সোমবার চন্দননগর জ্যোতির মোড়ে আধঘন্টার পথ অবরোধ করে বিজেপির পক্ষ থেকে হুগলি জেলা বিজেপি সভাপতি সুবীর নাগ একথা জানান। প্রসঙ্গ রবিবার সকালে চন্দননগর গোন্দলপাড়া জুটমিলে কাজ বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। এরফলে কর্মহীন হয়ে পড়লেন প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্রমিক। কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন মার খাচ্ছিল কয়েকদিন। কাঁচামালের জোগান ও ৮ ঘন্টার অতিরিক্ত শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানোর প্রতিবাদে শনিবার থেকে মিলের দুটি বিভাগে কাজ বন্ধ করে দেন শ্রমিক। তাঁদের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য সন্ধ্যায় নোটিশ দেয় মিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারপরেও শ্রমিকরা কাজে যোগ না দেওয়ায় সাসপেনশনের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। শনিবার রাত ৮টা নাগাদ মেন গেটে এই নোটিশ ঝোলানো হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ, মালিকপক্ষ নানা অজুহাতে এর আগেও কয়েকবার জুট মিল বন্ধ করে দিয়েছিল। এবার কাঁচামালের অভাব রয়েছে এই অজুহাত দেখিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। এরফলে সমস্যায় পড়েছি আমরা।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির তারকেশ্বর থানার বালিগোড়ি অঞ্চলের বাগবাড়িতে। সোমবার দুপুরে ঘরের মধ্যে ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের লোকেরা। মৃত গৃহবধূর নাম টুম্পা সামন্ত (৩৬)। গৃহবধূর স্বামী একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। তাঁর ১১ বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে পরিবারের সকালে ধোঁয়াশায়। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ঘটনায় থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

পুকুরে ডুবে মৃত প্রৌঢ়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ পুকুরের পানা পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। নাম জগাই বাহক(৫৭)। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পাণ্ডুয়ার শিকিরাতে। জানা গেছে, পুকুরে পানা পরিষ্কারের সময় পা আটকে গিয়ে পুকুরে ডুবে যান। পাণ্ডুয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।